০৭-০৮-১৭ প্রাত: মুরলী ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা -- প্রতি মুহূর্তে দেহী - অভিমানী হওয়ার অভ্যাস করো -- আমি আত্মা, আমাকে এক শরীর ছেড়ে অন্য শরীর নিতে হবে, এখন আমাকে ঘরে ফিরে যেতে হবে ।"

প্রশ্ন :-- সব থেকে মুখ্য উৎসব কি এবং কেন ?

উত্তর :-- সবথেকে মুখ্য উৎসব হল রাখীবন্ধন, কেননা বাবা যখন পবিত্রতার রাখী বাঁধেন তখন এই ভারত স্বর্গ হয়ে যায় । রাখীবন্ধন উৎসবে তোমরা বাচ্চারা সবাইকে বোঝাতে পারো যে এই উৎসব কবে থেকে পালন করা শুরু হয়েছে, আর কেন ? সত্যযুগে এই বন্ধনের প্রয়োজন নেই । কিন্তু দুনিয়ার মানুষ বলে এই রাখীবন্ধন পরম্পরা ধরে চলে আসছে ।

গীত : - জয় জয় অম্বা মাতা .....

ওম্ শান্তি । এও ভক্তিমার্গেরই গান । ভক্তিমার্গে অনেক প্রকারের গান থাকে । এই গান নিরাকার, আকার আর সাকার এই তিনকে নিয়েই করা হয় । এখন বাবা বাচ্চাদের বোঝান আর বাচ্চারাও বুঝে গেছে যে আমি হলাম আত্মা । পরমপিতা পরমাত্মাই আমাদের বোঝান । সমস্ত মানুষের সদ্গতি এই একজনই দেন । আর তাঁর সঙ্গে যাঁরা এই সেবাকাজ করেন তাঁদের মহিমাও গাওয়া হয় । বাবা বলেন, আমাকে স্মরণ করো । আত্মা বুঝতে পারে যে পরমপিতা পরমাত্মা আমাদের সামনে বসে এই জ্ঞান দেন । সেই বাবাকেই অব্যভিচারী স্মরণ করা চাই, আর কোনো নাম বা রূপের স্মরণ আসা উচিত নয় । সবাই আত্মা কিন্তু শরীর পাওয়ার পর শরীরের নাম আলাদা হয় । আত্মার কোনো নাম থাকে না । শরীরের নাম রাখা হয় । বাবা বলেন, আমিও আত্মা । কিন্তু আমি পরম আত্মা অর্থাৎ পরমাত্মা । আমারও তো নাম আছে । আমি হলাম আত্মা । আমি কখনও শরীর ধারণ করি না,এই কারণেই আমার নাম শিব রাখা হয়েছে আর সকলেরই শরীরের নাম রাখা হয়, আমার তো শরীর নেই । নাম তো চাই - ই তাই না ? নাহলে আমিও আত্মা হলে তাহলে পরমাত্মা কে ? আমিই হলাম পরম আত্মা, আমার নাম হলো শিব । যারাই পূজা করে তারা আমার লিঙ্গের পূজা করে । তারা পাথর লিঙ্গকেই পরমাত্মা বলতে থাকে । এরপর যার যেমন ভাষা সে তেমন নাম রাখে । কিন্তু আমি তো একই । যেমন তোমাদের আত্মা, তেমনই আমিও । তোমরাও বিন্দু আর আমিও বিন্দু । আমি বিন্দুর নাম হলো শিব । চেনার জন্য নাম তো চাই, তাই না ? এই সময় ব্রহ্মা , সরস্বতী, যাঁরা বড় থেকেও বড় তাঁরাও সদ্গতি পাচ্ছে । সব আত্মারাই তো সদ্গতি পাবে । সব আত্মারাই পরমধামে থাকে তবুও তো পরমাত্মাকে তো আলাদা রাখতেই হবে । সবাই নিজের নিজের পার্ট পেয়েছে । সমস্ত রুদ্রমালার বীজরূপ হলেন বাবা । সবাই তাঁকে ও গড ফাদার বলে স্মরণ করে । সব জায়গায় বাবাকেই স্মরণ করা হয় । মাকে নয় । তিনি এই ভারতে এসেই পতিত মানুষদের পবিত্র বানান । তিনি মায়েদেরও দত্তক নেন । সরস্বতীকেও পরমপিতা পরমাত্মা ব্রহ্মার দ্বারা দত্তক নিয়েছিলেন তারপর এনার মধ্যে প্রবেশ করেছিলেন । এই দত্তক পদ্ধতি সম্পূর্ণ ভিন্ন , মধ্যম তো কাউকে চাই । তিনি বলেন এনার মাধ্যমে আমি জ্ঞান শোনাই আবার এনার মাধ্যমেই আমি বাচ্চাদের দত্তক নিই । তাই ইনিও একজন মাতা । এ তো প্রবৃত্তি মার্গ । কিন্তু ইনি তো একজন পুরুষ, তাই মুখ্যভাবে সরস্বতীকেই মায়ের পদে রাখা হয়েছে । এ হলো বোঝার মতো এক অতি গুহ্য রহস্য । প্রজাপিতা তো আছেন প্রজাদের রচনা করার জন্য । এনার দ্বারাই তিনি রচনা করেন, এমন নয় যে সরস্বতীর

মাধ্যমে তিনি দত্তক নেন, না এমন নয় । এ তো বোঝার মতো কথা । প্রথমে সবাইকে বাবার পরিচয় দিতে হবে । মানুষ গাইতেই থাকে....হে পতিত - পাবন এসো । এই কথা কারা বলে ? আত্মারা কেননা আত্মা এবং শরীর দুইই পতিত । প্রথমে তো নিজেকে আত্মা মনে করতে হবে । আত্মাই বলে থাকে, আমি শরীর ধারণ করি আবার ত্যাগ করি । এক একটি কথা নিশ্চিত করে মনে বসাতে হবে কারণ সবই নতুন কথা । আর যা কিছু সবই মানুষ শোনায় । ভগবান তো শোনান না । যখন প্রথমে কেউ আসবে, তাকে এই কথা শোনাও যে আত্মা এবং শরীর দুইই আলাদা । আত্মা হলো অবিনাশী । প্রথমে নিজেকে আত্মা মনে করো । আমি ম্যাজিষ্টেট .....এই কথা কে বলেছে ? আত্মা এই শরীরের দ্বারাই বলে । আত্মা জানে যে ...আমার শরীরের নামও আছে আর পদও আছে ম্যাজিস্ট্রেটের । এই শরীর ত্যাগ করলে ম্যাজিস্ট্রেটের পদ আর শরীরের নাম রূপ সব বদল হয়ে যাবে । পদও অন্য হয়ে যাবে । তাহলে প্রথমে আত্ম - অভিমানী হতে হবে । মানুষের তো আত্মার জ্ঞানই নেই । প্রথমে আত্মার জ্ঞান দিয়ে তারপর বোঝাও আত্মার বাবা হলো পরমাত্মা । আত্মা যখন দুঃখী থাকে তখন ডাকতে থাকে ....ও গড ফাদার । তিনিই হলেন পতিত - পাবন । সমস্ত আত্মারা পতিত হয়ে গেছে । তাহলে অবশ্যই পরমপিতা পরমাত্মাকে আসতে হবে । এই পতিত দুনিয়া আর পতিত শরীরে । বাবা নিজেই বলেন, দূরদেশের আমাকে তোমাদের ডাকতে হয়, কারণ তোমরা হলে পতিত আর আমি সদা পবিত্র । ভারত পবিত্র ছিলো এখন পতিত হয়ে গেছে । পতিত - পাবন বাবা এসে আত্মাদের সাথে কথা বলেন । তিনি ব্রহ্মার তনে এসে বোঝান তাই এই ব্রহ্মার নাম প্রজাপিতা । তিনি ব্রহ্মার দ্বারা প্রজা রচনা করেন । কোন্ প্রজা ? অবশ্যই নতুন প্রজা রচনা করবেন । আত্মারা, যারা অপবিত্র হয়ে গেছে তাদের তিনি পবিত্র বানান । আত্মা ডাকতে থাকে, আমাদের দুঃখ থেকে উদ্ধার করো, সদ্গতি দাও । তিনি সবাইকেই সদ্গতি দেন । মায়া সকলকেই দুঃখী করেছে । সীতারাই তো ডাকছে । সীতা তো একজন নয় । সবাই রাবণের জেলে বিকারী, ভ্রষ্টাচারী হয়ে গেছে । এ হলো রাবণ রাজ্য । রাম তো হলেন নিরাকার । মানুষ রাম রাম বলে না ? একের নামই জপ করে । গড ফাদার শিব নিরাকার, তাই তাঁর কোনো শরীরের প্রয়োজন । তাই শিব বাবা এনার দ্বারাই বসে বোঝান । তোমরা আত্মারাও পতিত আর তোমাদের শরীরও পতিত । এখন তোমরা হলে শ্যাম, পরে সুন্দর হয়ে যাও । বাবা হলেন জ্ঞানের সাগর, তিনি জ্ঞানের বর্ষণ করেন । যার দ্বারা তোমরা গোরা হয়ে যাও । ভারতবাসী গোরা অর্থাৎ পবিত্র ছিলো তারপর কাম চিতায় বসে কালো অর্থাৎ অপবিত্র বৈশ্য এবং শূদ্রবংশী হয়েছে । বাবা সকলকে চড়তি কলা করান তারপর রাবণ যখন আসে তখন সকলের অবরোহণ (উতরতি) কলা হয়ে যায় । ভারতে প্রথমে দেবতাদের রাজ্য ছিলো । এখন তা আর নেই । পরমাত্মা এই শরীরের দ্বারা বাচ্চারা তোমাদের বুঝিয়ে বলেন, যারা এই আশীর্বাদী বর্সা নেবে তাদের সুখের পারদ চড়তে থাকে । বাবার শ্রীমতে তো অবশ্যই চলতে হবে । তুমি পবিত্র হতে এসেছো, আমিও অবশ্যই পবিত্র হবো, তখনই পবিত্র দুনিয়ার মালিক হতে পারবো । এই প্রতিজ্ঞা করতে হবে । এই হলো রাখীবন্ধন । বাচ্চারা বাবার কাছে প্রতিজ্ঞা করে । ইনি কোনো লৌকিক দেহধারী বাবা নন । ইনি হলেন নিরাকার । ইনি এই ব্রহ্মার মধ্যে প্রবেশ করেছেন । তিনি বলেন, তোমরাও দেহী - অভিমানী হও । নিজেকে আত্মা মনে করে পরমপিতা, পরমাত্মা আমাকে স্মরণ করো । ভারতেই একদিন পবিত্রতা ছিল তখন কতো শান্তি - সমৃদ্ধি ছিলো, তখন অন্য কোনো ধর্ম ছিলো না । তোমরা তাদের বলো, বাবা আমাদের এইভাবে বোঝান, তোমরাও এসে বোঝো । বাবাকে স্মরণ করলেই বিকর্ম বিনাশ হবে । পবিত্র একমাত্র বাবাই করতে পারেন । বাবা বোঝান যে তোমরা হলে আত্মা আর তোমাদের স্বধর্ম হলো শান্তি । তোমরা শান্তিধামের অধিবাসী । তোমরা কর্মযোগীও । সাইলেন্সে তোমরা কতটা সময় থাকবে । নিজেকে আত্মা মনে করে বাবাকে স্মরণ করো তাহলেই তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হবে

। এই কলিযুগে সকলেই পতিত । তোমরা জানো যে আমরা এই সঙ্গম যুগে পবিত্র হচ্ছি । এই পতিত দুনিয়ার বিনাশ হয়ে যাবে । এ হলো মহাভারতের লড়াই । প্রকৃতিক বিপর্যয় হবে, যার ফলে এই পুরনো দুনিয়া বিনাশ হয়ে যাবে । নতুন দুনিয়াতে দেবতাদের রাজ্য থাকবে । তাই এখন আমরা পরমপিতা পরমাত্মার নির্দেশেই চলি । আমরা তাঁর শ্রীমত পাই । এই চ্যালেঞ্জ খুবই বোঝার । বলো, এমন নয় যে এক কান দিয়ে শুনে অন্য কান দিয়ে বের করে দিতে হবে । এখানে তো পড়তে হবে । সাত দিনের ভাট্টিও বিখ্যাত । সাত দিন বসে তোমরা বোঝো । বাবাকে আর নিজের জন্মকে জানো । আমরা কিভাবে পতিত হয়েছি আবার কিভাবে পবিত্র হতে হবে, যদি না বুঝতে পারো তাহলে আফশোষ করতে হবে কারণ মাথার ওপর পাপের অনেক বোঝা জমা হয়ে আছে ।

এক বাবাই হলেন অতি প্রিয় যিনি তোমাদের পবিত্র দুনিয়ার মালিক বানান । বাকি সকলেই তো একে অপরকে পতিত বানায় । সত্যযুগে পবিত্র গৃহস্থ ছিলো এখন যা অপবিত্র হয়ে গেছে । এ হলো রাবণ রাজ্য । এখন স্বর্গে যেতে গেলে পবিত্র হতে হবে, তাহলেই বেহদের বাবার থেকে আশীর্বাদী বর্সা পাবে । এইকথা তো স্মরণ করো যে, আমরা শান্তিধামের অধিবাসী ছিলাম, তারপর সুখধামে ছিলাম, এখন তো দুখধাম । আবার শান্তিধামে যেতে হবে তাই দেহী - অভিমানী হতে হবে । বাবা বলেন সংসারে থেকে এক তো পবিত্র হও আর দ্বিতীয় আমাকে স্মরণ করো তাহলেই পাপ নাশ হয়ে যাবে । বাবাকে স্মরণ যদি না করো আর পবিত্র যদি না থাকো তাহলে কিভাবে বিকর্ম বিনাশ হবে । রাবণরাজ্য থেকে কিভাবে মুক্তি পাবে ।এখানে সবাই শোক বাটিকায় আছে । ভারত অর্ধেক কল্প শোক বাটিকায় আর অর্ধেক কল্প অশোক বাটিকায় থাকে । তোমরাও তো পতিত দুনিয়াতেই আছো । যদিও তোমরা অধিকারের সাথে বলো তবুও অনুরোধ করে বলো যে, তোমরা যদিও বলো যে তোমরা গড ফাদারের সন্তান, কিন্তু সেই বাবার জ্ঞান কোথায় ? লৌকিক বাবাকে তো তোমরা জানো, কিন্তু পারলৌকিক বাবা যিনি এতো বেহদের সুখ দেন, তোমাদের স্বর্গের মালিক বানান, তাঁকে তোমরা জানো না । ভারতকে যিনি স্বর্গ বানিয়েছেন, তাঁকেই তোমরা ভুলে গেছো তাই তোমাদের এই অবস্থা । সকলেই ভ্রষ্টাচারী, কেননা বিকার বিষেই জন্ম হয়েছে । এ তো যে কেউই বুঝতে পারবে, এতে ইন্সাল্টের কোনো কথা নেই । এ তো তোমাদের বোঝানো হয় । রাখীবন্ধনেরই মহত্ব । বাবা বলেন, বিকারকে জয় করে তোমরা যদি আমাকে স্মরণ করো আর শান্তিধামকেও স্মরণ করো তাহলে তোমরা সেখানে যেতে পারবে । বুদ্ধিতে এইকথা থাকা চাই -- আমরা সুখধামে যাই ভায়া শান্তিধাম । প্রথমে অবশ্যই দেহী - অভিমানী হতে হবে । আমি আত্মা, আমি এক শরীর ছেড়ে অন্য শরীর গ্রহণ করি । বাবা এই কথাও বুঝিয়েছেন যে, মানুষ কখনো কুকুর বা বিড়াল হয় না । ভক্তিমার্গে মানুষ তো কত ধাক্কা খেতে থাকে । এখন তোমরা বাচ্চারা ভাষণ দিয়ে বোঝাতে থাকো যে, তোমরা পতিত তাই তো পতিত পাবন বাবাকে স্মরণ করো । সমস্ত সীতারা শোক বাটিকায় আছে । দিন প্রতিদিন এই শোক বাড়তেই থাকে । যারা এখন শাসন করছে তারাও জানে এখানে অনেক দুঃখ । তারা কত মাথা ঠুকতে থাকে । একজনকে শান্ত করালে আর একজন দাঁড়িয়ে যায় । লড়াই ঝগড়া লেগেই থাকে । শান্তির পরিবর্তে আরো অশান্তি এসে যায় । বাবা এসে এই দুঃখ, অশান্তিকে দূর করে এই দুনিয়াকে সুখধাম বানিয়ে দেয় । পুরনো দুনিয়ায় থাকে দুঃখ আর নতুন দুনিয়ায় থাকে সুখ ।

এই রাখীবন্ধন হলো বড় পার্বণ । তোমাদের বোঝাতে হবে এই নিয়ম কে করেছে ? পতিত - পবন, পরমপিতা পরমাত্মা এসে তোমাদের পবিত্রতার প্রতিজ্ঞা করিয়েছেন । পাঁচ হাজার বছর আগে তোমরা প্রতিজ্ঞা করেছিলে । এখন আবার সেই পরমপিতা পরমাত্মার সাথে বুদ্ধির যোগ করো,তাহলেই তোমরা

পবিত্র হতে পারবে । তোমারা জিজ্ঞেস করো যে রাখী কবে থেকে বেঁধে আসছো ? মানুষ বলে -- এ হলো অনাদি নিয়ম । আরে, পবিত্র দুনিয়ায় থোড়াই তোমরা রাখী বাঁধবে । এখানে তো কেউই পবিত্র নয় । এখন বাবা নির্দেশ দেন যে, পবিত্র হও, তাহলেই পবিত্র দুনিয়াতে যেতে পারবে । পবিত্রতাই হলো প্রথম । পবিত্র প্রবৃত্তি মার্গ একদিন ছিলো, এখন তা নেই । স্বর্গে দুঃখের নামমাত্র থাকে না । আবার নরকে সুখের নামমাত্র থাকে না । ভ্রষ্টাচারীরা অল্পকালের সুখ পায়, আর শ্রেষ্ঠাচারীরা অর্ধকল্পের জন্য সুখ পায় । এ তো তোমরা জানো যে রাখী উৎসব চলে গেলেই তোমরা বলবে হুবহু আগের কল্পেও এমন হয়েছিলো । মানুষ এই নাটককে না বোঝার কারণে দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়ে । প্রথমদিকে বাবার পরিচয়ই সবাইকে দিতে হবে । বাবা এসেই সকলের সদ্গতি করেন । রাখী বন্ধন কবে থেকে শুরু হয়েছিলো ? এরও অনেক বড় মহত্ব আছে । লিখে দেওয়া উচিত ....তোমরা এসে বোঝো । যে কোনো মানুষকেই বোঝাও, ভাষণের জন্য যে কোনো জায়গা যেন দেয় । কংগ্রেসরা দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে ভাষণ দেয়, তখন দেখো কতো লোক জমা হয় । এই সেবার জন্য পুরুষার্থ করা প্রয়োজন । আচ্ছা ।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণ, ভালোবাসা আর সুপ্রভাত । রুহানী বাবা তাঁর রুহানী বাচ্চাদের জানাচ্ছেন নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার : -

১) অধিকারের সঙ্গে সঙ্গে অনেক সম্মান দিয়ে কথা বলতে হবে । সকলকে পতিত থেকে পাবন বা পবিত্র করার যুক্তি বানাতে হবে ।

২) এক অব্যভিচারী স্মরণে থাকতে হবে । কোনো দেহধারীর নাম বা রূপকে স্মরণ করা উচিত নয় । বাবার কাছে পবিত্র হওয়ার প্রতিজ্ঞা করতে হবে ।

বরদান : - ব্যস্ত থাকার সহজ পুরুষার্থের দ্বারা নিরন্তর যোগী, নিরন্তর সেবাধারী হও ।

ব্রাহ্মণ জন্ম হলো সর্বদা সেবার জন্য । সেবায় যত ব্যস্ত থাকবে ততই সহজে মায়াজীত হতে পারবে তাই যখনই একটু ফাঁকা সময় পাবে, সেবাতে লেগে যাও । সেবা ছাড়া সময় নষ্ট করো না । চাও তো সংকল্পে সেবা করো বা বাণীতে বা কর্মের দ্বারা । নিজের সংকল্প বা চলনের দ্বারাও সেবা করতে পারো । সেবাতে ব্যস্ত থাকাই হলো সহজ পুরুষার্থ । ব্যস্ত থাকলেই যুদ্ধ থেকে মুক্ত হয়ে নিরন্তর যোগী, নিরন্তর সেবাধারী হতে পারবে ।

স্লোগান : - আত্মাকে সর্বদা সুস্থ রাখতে হলে খুশীর খাদ্য খেতে থাকো অর্থাৎ খুশীতে মজে থাকো ।